কোরআনে হযরত নুহ(আঃ)- ৮

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে,"**কোরআনে হযরত নুহ (আঃ)-৮ "**

হযরত নূহ(আঃ) এঁর ঘটনা কম বেশী আমরা জানি। নূহের প্লাবন ও নৌকা সম্পর্কেও আমাদের ধারণা রয়েছে। নূহ ও তাঁর ঈমানদার সাথি ছাড়া সকলকেই আল্লাহ তায়ালা পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। হযরত আদম(আঃ) একটি ইসলামী সমাজ সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। আদম(আঃ) এর নির্মিত সমাজ ছিল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপর পূর্ণ বিশ্বাসের সমাজ। সে বিশ্বাসের বিকৃতি ঘটে নূহ(আঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে। এ বিকৃত সমাজকে সতর্ক করার জন্য হযরত নূহ(আঃ) কে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন। তার কওম যেন ফিরে আসে সঠিক পথে। নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর তার জাতির কাছে ছিলেন এবং তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন আল্লাহর সাথে শিরক না করার জন্য।

অধিকাংশ তফসীরকারকগণ একমত যে তিনি বর্তমানের ইরাক অঞ্চলে আবর্ভূত হয়েছিলেন এবং তার নৌযানটি জুদি পাহাড়ের এলাকায় এসে থেমেছিল। এবং আল্লাহর ইচ্ছায় প্লাবনের পানি নেমে গিয়েছিল। ধ্বংস করে দিয়েছিলেন আল্লাহ তা'য়ালা পুরো জাতিকে এবং বাঁচিয়ে রেখেছিলেন মুষ্টিমেয় ঈমানদার লোকদেরকে। এই প্লাবনে মৃত্যুর হাত থেকে নূহের ছেলেকেও

আল্লাহ রক্ষা করেননি, কারণ সে ছিল মুষরিকদের অন্তর্ভূক্ত।

১৩টি সুরায় ১১৪টি আয়াতে পবিত্র কোরআনে নূহের কওমের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি খন্ডে এগুলো পেশ করা হবে ইনশাল্লাহ।

সুরা নূহ পবিত্র কুরআনের ৭১ নম্বর সুরা। এ সুরায় ২৮টি আয়াত রয়েছে। ৮,৯,ও ১০ নম্বর খন্ডে এই ২৮টি আয়াত উল্লেখ করা হবে ইনশাল্লাহ। এই সুরার আলোচ্য বিষয় হচ্ছেঃ নিজ জাতির কাছে নূহ(আঃ) কর্তৃক আল্লাহর ইবাদত করার, তাঁকে ভয় করার , রসুলের আনুগত্য করার মর্মস্পর্শী দাওয়াত। তাঁর দাওয়াতের বিভিন্ন পদ্ধতি। দাওয়াত ও তবলীগের জন্য অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরণ। তার জাতি কর্তৃক তাকে প্রত্যাখ্যান এবং তার বিরুদ্ধে চরম ষড়যন্ত্র। আল্লাহর কাছে নূহের আকুল আবেদন। আল্লাহর কাছে নূহের দোয়া এবং আল্লাহর ফায়সালা যেটা ২৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা নূহ

১) আমি নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার কওমের কাছে, এই নির্দেশ দিয়ে যে , তোমার কওমকে সতর্ক করো তাদের প্রতি বেদনাদায়ক আযাব আসার আগেই।

সুরা নূহ ৭১,আয়াতঃ ১

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

নূহ(আঃ)কে আমি প্রেরণ করেছিলাম তাঁর জাতির কাছে (নির্দেশসহঃ) যে তুমি তোমার জাতির লোকদেরকে সতর্ক কর তাদের প্রতি আযাব আসার পূর্বে।

২) সে তাদের বলেছিল, হে আমার কওম,আমি তোমাদের জন্যে একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

সুরা নূহ ৭১, আয়াতঃ২

قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ

তিনি বলেছিলেনঃ হে আমার জাতি। আমি তো তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সতর্ককারী।

৩) তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁকে ভয় করো, তাঁর প্রতি কর্তব্যপরায়ন হও,আর আমার আনুগত্য করো।

সুরা নূহ ৭১,আয়াতঃ৩

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ

তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর;

৪) তাহলে তিনি ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের পাপসমূহ এবং তোমাদের অবকাশ দেবেন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। জেনে রাখো, আল্লাহর নির্ধারিত সময় এসে পড়লে তা আর দেরী করা হয় না, যদি তোমরা জানতে।

সুরা নূহ ৭১, আয়াতঃ৪

يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত হয় না, যদি তোমরা এটা জানতে!

৫) নূহ তার প্রভুর কাছে বলেছিল, আমার প্রভু, আমি আমার কওমকে দাওয়াত দিয়েছি রাতদিন।

সুরা নূহ ৭১, আয়াতঃ৫

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا

তিনি বলেছিলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্র ডেকেছি।

৬) আমার দাওয়াত তাদের কেবল পালায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে।

সুরা নূহ ৭১, আয়াতঃ ৬

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا

কিন্তু আমার আহ্বান তাদের দূরে সরে থাকার প্রবণতাকে বৃদ্ধি করেছে।

৭) আমি যখনই তাদের দাওয়াত দিয়েছি যেনো তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও, তারা কানে আঙ্গুল দিয়েছে , নিজেদের ঢেকে নিয়েছে কাপড় দিয়ে, তারা অনবরত জিদ ধরেছে এবং প্রকাশ করেছে দাম্ভিকতা।

সুরা নূহ ৭১, আয়াতঃ৭

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا

আমি যখনই তাদেরকে আহ্বান করি যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তখনই তারা কানে আঙ্গুলী দেয়, বস্ত্রবৃত করে নিজেদেরকে ও যদি করতে থাকে এবং অতিশয় অহংকার প্রকাশ করে।

৮) তারপর আমি তাদের প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি।

সুরা নূহ ৭১, আয়াতঃ৮

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا

অতঃপর আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি সুউচ্চস্বরে।

৯)অতঃপর তাদের এলান(ঘোষনা) করে ডেকেছি এবং গোপনে গোপনে উপদেশ দিয়েছি।

সুরা নূহ ৭১, আয়াতঃ ৯

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا

পরে আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে উপদেশ দিয়েছি এবং অতি গোপনে।

নূহ(আঃ) দাওয়াতের যত পদ্ধতি রয়েছে সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে নিজ কওমকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে দিবারাত্র গোপনে- প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছিলেন। এবং দাওয়াত গ্রহণ না করার পরিণাম সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন। দাওয়াত গ্রহণ করলে কি কল্যাণ লাভ হবে সেটাও বলেছিলেন। তার কওম কানে আঙ্গুল দিয়েছিল, নিজেদের চেহারা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছিল, অনবরত জিদ ধরেছিল, অতিশয় দাম্ভিকতা প্রকাশ করেছিল। তবুও নূহ (আঃ) ক্ষান্ত হন নি দাওয়াতি কাজ চালিয়েই যাচ্ছিলেন।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, নিজেরা ভালো হলেই চলবে না। অন্যদেরকেও হেকমত অবলম্বন করে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে।এ কাজ না করলে আল্লাহ আমাদেরকেও পাকড়াও করবেন। আসুন আমরা সাধ্যমত দাওয়াতী কাজ করি এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন আমাদেরকে পাকড়াও না করেন। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুণ। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

.....